দৈনিক বাংলা

04 FEB 1996 ..

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা ভার্সিটিতে এক লাখ টাকার কমে ট্রাস্ট ফান্ড খোলা যাবে না

মুজতবা খন্দকার ঃ আগামীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক লাখ টাকার কমে কোন 'ট্রাস্ট ফান্ড' খুলবে না। খুব শিগগিরই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নামে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ডগুলির বেশ কয়েকটির কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে রয়েছে। কর্তৃপক্ষ এর জন্য মেয়াদী আমানতে সুদের হার হ্রাস ও ট্রাস্ট ফান্ডগুলির কম মূলধনকে দায়ী করেছেন।

সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে জানা গেছে,

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে এক লাখ টাকার কমে ট্রাস্ট ফান্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের বৃত্তি প্রদান, গবেষণা এবং স্মারক বক্তৃতামালার জন্য বিভিন্ন সময়ে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ট্রাস্ট ফান্ডের সংখ্যা ১১১টি। এর আগে এই ফান্ডের সংখ্যা ছিল ১১৯টি। ১৯৮৯ সালের ১২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় ৮টি ট্রাস্টকে একীভূত করায় তাতে ট্রাস্টের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১১।

যে সকল ফান্ডের কার্যক্রম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে এই ফান্ডগুলির মূলধন খুব সামান্য বলে জানান হয়েছে। এই ফান্ডগুলির মূলধন ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা বলে সূত্র জানায়। 'অল্প টাকার ফান্ড' হওয়ায় এগুলির সুদের পরিমাণ কম। ফলে অধিক বৃত্তি প্রদান করতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ট্রাস্ট ফান্ড খুলতে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকার কমে ফান্ড না খোলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীতে এটা বাধ্যতামূলক করারও চিন্তাভাবনা চলছে।

ট্রাস্ট ফান্ডগুলির মধ্যে ৭৬টির মত একক বা যৌথ নামে গঠিত। বাকিগুলি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নামে গঠিত। এইসব ফান্ডের নামে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ সুদ-আসল মিলে দুই কোটি টাকার কিছু বেশী।

ফান্ডগুলির মধ্যে বৃত্তি ফান্ডের সংখ্যা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক অথবা দ্বিবার্ষিক হারে বৃত্তি প্রদানের জন্য ফান্ডগুলি গঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও স্কলারশীপ, স্মারক বক্তৃতামালা, রিসার্চ ফান্ড, মেডেল ফান্ড, প্রাইজ ফান্ডও রয়েছে। তবে এই ফান্ডগুলির টাকার অংক খুব কম।

ফান্ডগুলির মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫টির নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ট্রাস্ট ফান্ডের মধ্যে রয়েছে ইব্রাহিম ট্রাস্ট মেমোরিয়াল ফান্ড, প্রফেসর সায়েদুর রহমান ডোনেশন ফান্ড, রাজা কালি নারায়ণ বৃত্তি ফান্ড, ডঃ জিনিদেব ফাউন্ডেশন, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ফাউন্ডেশন ফান্ড, রওশন ইন্নাস আলী ওয়েলফেয়ার ফান্ড, বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন বৃত্তি ফান্ড, শফি ইমাম স্মারক বৃত্তি ফান্ড, সিদ্দিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রভৃতি।

এছাড়া বাকী ফান্ডগুলোর অবস্থা খারাপ বলে সূত্র জানিয়েছে। এসব ফান্ড গঠনের মেয়াদ ২৫ থেকে ৩০ বছর হলেও প্রকৃতপক্ষে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা সর্বসাকল্যে এই ফান্ডগুলিতে রয়েছে। এইসব ফান্ড থেকে বৃত্তি প্রদান, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেডেল প্রদান, স্কলারশীপসহ সকল কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ।

এ ব্যাপারে ট্রাস্ট ফান্ডগুলির দায়িত্বে নিয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) মুহম্মদ সেলিম দৈনিক বাংলাকে জানান, ফান্ডগুলি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলত কোন আয় হয় না। উপরন্তু, এই ফান্ড পরিচালনার জন্য যে লোকবল দরকার হয় তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাজেট থেকে তাদের বেতন বাবত অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। তিনি জানান, অনেক ফান্ডে ভর্তুকি প্রদান করতে হয়। ফলে ট্রাস্ট ফান্ডগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। তবে তিনি ঢালাওভাবে এইসব ফান্ড নিষ্ক্রিয় তা বলেননি। মুহম্মদ সেলিম আরও বলেন, বৃত্তি ও মেডেল প্রদানের জন্য প্রতিবছর সকল বিভাগের অনার্সের ফলের জন্য নির্ভর করতে হয়। দেখা যায়, অনেক সময় কলা অনুষদের ফল প্রকাশ হলেও বিজ্ঞানের বিলম্ব হচ্ছে। এ কারণে বৃত্তি প্রদান করা নিয়মিত সম্ভব হয় না। তবে ২ থেকে তিন বছরের বৃত্তি একসাথে প্রদান করা হয় বলে তিনি জানান। তবে তিনি স্বীকার করেন, কয়েকটি ফান্ডের কার্যক্রম নানা কারণে বন্ধ রয়েছে যা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।